

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২

মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
চসিক আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা-২০২২
উদ্বোধন রোববার

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন উদ্যোগে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বিপ্লবের তীর্থভূমি বীর চট্টগ্রামের সর্বসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ, নাগরিক সমাজ, মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের সৃজনশীল প্রকাশকদের অংশগ্রহণে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে নগরীর এম.এ আজিজ স্টেডিয়ামের জিমনেশিয়াম চত্বরে অমর একুশে বইমেলা-২০২২ শুরু হতে যাচ্ছে।

আজ শুক্রবার সকালে জিমনেশিয়াম চত্বরে বইমেলার সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অমর একুশে বইমেলা চট্টগ্রাম-২০২২ আহবায়ক, চসিক শিক্ষা স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, সভাপতি ওয়ার্ড কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু।

ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে এবার মেলা প্রাঙ্গণে থাকছে দুঃখিনন্দন বঙ্গবন্ধু কর্ণার, লেখক আড্ডা, নারী লেখক, শিশু কর্ণারসহ ওয়াইফাই জোন। এছাড়া দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় পুরো মেলা প্রাঙ্গণ সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত থাকবে, আরো থাকবে মুক্তিযুদ্ধোদ্ভবের জন্য সংরক্ষিত আসন।

মেলা মঞ্চ প্রতিদিন নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা। প্রতিদিনের আলোচনা সভায় বিচিত্র বিষয়ে সমাহার রয়েছে। বইমেলায় জঙ্গীবাদ, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সাংস্কৃতি, স্বাধীনতা বিরোধী ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা বিরোধী কার্যক্রম ও গ্রন্থ প্রশস্য দেয়া হবে না।

অনুষ্ঠামালার মধ্যে রয়েছে-মাতৃভাষাদিবস, লোক উৎসব, রবীন্দ্র উৎসব, তারুণ্য উৎসব, নারী উৎসব, বিতর্ক উৎসব, নজরুল দিবস, বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ উদযাপন, মরমী উৎসব, আবৃত্তি উৎসব, নুগোষ্ঠী উৎসব, চাটগাঁ উৎসব, যুব উৎসব, পেশাজীবী সমাবেশ, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের আলোচনানুষ্ঠান, ছড়া উৎসবসহ ১০ মার্চ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

দেশের খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণের বরণ্য ব্যক্তিবর্গ বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। কোভিডের কারণে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণকরে অনুষ্ঠান পালন করা হবে এবং মেলার প্রবেশমুখে থাকবে করোনা প্রতিরোধক বুথ।

মেলার আহবায়ক আরো জানান, মেলা মঞ্চ শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন, রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্র-নজরুল-লোক সংগীত, সাধারণ নৃত্য, লোক নৃত্য, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা ও দেশের গানের আয়োজন করা হয়েছে এবং প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধের জাগরণী ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হবে। এতে দেশের প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও জাতীয় জীবনে যেসব ব্যক্তি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের একুশে স্মারক সম্মাননা পদক ও সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। আরো থাকবে ৫২'র ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বাণী সংবলিত প্রতিকৃতি প্রদর্শনী, মেলা পরিষদের কক্ষ, সুপারিসর মিডিয়া সেন্টার, হেলথ কর্ণার, ফায়ার সার্ভিস, অভ্যর্থনা কক্ষ, বিটিভি বুথ, ব্যাংক বুথসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে সার্ভিস বুথের ব্যবস্থা।

ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু বলেন, চট্টগ্রামের সাধারণ নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াসে বইমেলা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, মেলা কমিটির সদস্য সচিব চসিক প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, যুগ্ম সম্পাদক শাহ আলম নিপু, কবি ওমর কায়সার, জালাম উদ্দিন, সাংবাদিক রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, সাইফুদ্দিন আহমেদ সাকী, কামরুল হাসান বাদল, সাইফুল আলম বাবু, মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান মাকসুদ আহমদ, চসিক উপসচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, কবি আইয়ুব সৈয়দ, আলী প্রয়াস, মাসুদ বকুল, দীপেন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম মোস্তাফিজ, জয়নুদ্দিন জয়, মো. সায়েম, জিয়াউল হক জিয়া, জসিমুল হক চৌধুরী।

এবারের মেলায় ১২০টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মেলার সার্বিক নিরাপত্তায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এর পাশাপাশি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাও নিয়োজিত থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩